দানিয়েলের বই - নম্বর একশ দশ

রোমের ত্রিমুখী জোট: প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের তূরীগুলির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তাৎপর্য উদ্ঘাটন

Jeff Pippenger

2024-03-01

প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ‘হায়’-এ বর্ণিত ইসলাম রোমের ওপর আসা বিচারের প্রতীক ছিল। উইলিয়াম মিলার তূরীগুলোকে ‘বিশেষ বিচারসমূহ’ বলেছিলেন, যেগুলো রোমের ওপর আনা হয়েছিল; তবে মিলার আধুনিক রোমকে সেই ত্রিমুখী জোট হিসেবে দেখতে পারেননি, যা বিশ্বকে আর্মাগেডনের দিকে নিয়ে যায়। উরাইয়া স্মিথ স্বীকার করেছিলেন যে তূরীগুলো রোমের ওপর ঈশ্বরের বিচারকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূরী (প্রথম ও দ্বিতীয় ‘হায়’) ক্যাথলিক চার্চের ওপর আরোপিত বিচার ছিল।

> এই তূর্যের ব্যাখ্যার জন্য আমরা আবারও মি. কিথের রচনাবলি থেকে উদ্ধৃত করব। এই লেখক যথার্থই বলেছেন: 'ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে "প্রকাশিত বাক্য"-এর অন্য কোনো অংশ সম্পর্কে এত একরকম ঐকমত্য নেই, যতটা আছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূর্য, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় "হায়", সারাসেন ও তুর্কদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে গণ্য করার বিষয়ে। বিষয়টি এমনই স্পষ্ট যে একে ভুল বোঝা প্রায় অসম্ভব। প্রতিটিকে নির্দিষ্ট করতে এক-দুটি পদ দেওয়ার বদলে, "প্রকাশিত বাক্য"-এর নবম অধ্যায়ের পুরোটাই, সমান অংশে, উভয়ের বর্ণনাতেই ব্যয়িত।'
>
> "রোমান সাম্রাজ্য যেমন বিজয়ের মাধ্যমে উদিত হয়েছিল, তেমনি বিজয়ের মাধ্যমেই অবনতি ঘটেছিল; কিন্তু সারাসেনেরা ও তুর্কিরাই ছিল সেই মাধ্যম, যার দ্বারা একটি মিথ্যা ধর্ম এক ধর্মত্যাগী গির্জার শাস্তির বেত্রের হয়ে উঠেছিল; অতএব, আগেরগুলোর মতো কেবল সেই নামেই অভিহিত না করে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তূর্যকে হায় বলা হয়েছে।" ইউরাইয়া স্মিথ, দানিয়েল ও প্রকাশিত বাক্য, ৪৯৫.

মিলার ও স্মিথ রোমের ওপর ঈশ্বরের বিচার হিসেবে তূর্যসমূহের যে দিকটি বুঝতে পারেননি, তা হলো—সেসব বিচার সূর্যপূজা বাধ্যতামূলক করার ফলে সংঘটিত হয়েছিল। ৩২১ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টাইন প্রথম রবিবার-আইন জারি করেন, এবং নয় বছর পরে তিনি রাজধানী রোম নগরী থেকে কনস্টান্টিনোপল নগরীতে স্থানান্তর করেন; এর ফলে রোমান সাম্রাজ্যের ভাঙনের প্রক্রিয়া সূচিত হয়। দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ে, পৌত্তলিক রোম এক ‘সময়’ ধরে সর্বময়ভাবে শাসন করবে বলা হয়েছে; এই ‘সময়’ ৩৬০ বছরের প্রতিনিধিত্ব করে—খ্রিস্টপূর্ব ৩১ সালের অ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধ থেকে খ্রিস্টাব্দ ৩৩০ সাল পর্যন্ত, যখন কনস্টান্টাইন রাজ্যকে পশ্চিম ও পূর্ব ভাগে বিভক্ত করেন।

> সে প্রদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ স্থানগুলোতেও শান্তিতে প্রবেশ করবে; এবং সে এমন কাজ করবে যা তার পিতারা করেননি, তার পিতৃপুরুষেরাও করেননি; সে লুট, লুণ্ঠন ও ধনসম্পদ তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে; হ্যাঁ, এবং সে কিছু সময়ের জন্য শক্ত দুর্গগুলোর বিরুদ্ধে তার কৌশল পরিকল্পনা করবে। দানিয়েল ১১:২৪।

সেই তিনশো ষাট বছর ধরে রোমান সাম্রাজ্য কার্যত অজেয় ছিল, কিন্তু রাজধানী একবার পূর্বে স্থানান্তরিত হওয়ার পর এত বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করার ক্ষমতা আর রইল না।

কনস্টান্টাইন তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাতে কেবল পূর্বতন সাম্রাজ্যের ভাঙন আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে পোপতন্ত্র যখন পৃথিবীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিল, তখন অরলিয়োঁর তৃতীয় কাউন্সিলে একটি রবিবার আইন প্রণীত হয়েছিল। এইভাবে, ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ তাঁর নবুওয়তী কার্যক্রম শুরু করেছিলেন এবং প্রতীকীভাবে সেই তূর্যের প্রতিরূপ হয়েছিলেন, যা ইতিহাসবিদরা 'ধর্মচ্যুত গির্জার জন্য এক বিত্রাঘাত' বলে চিহ্নিত করেন। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদের কার্য দিয়ে শুরু হওয়া প্রথম ও দ্বিতীয় দুর্ভোগের ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছিল ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ, যখন সপ্তম তূর্য ধ্বনিত হয়েছিল।

> দ্বিতীয় বিপদ কেটে গেছে; আর দেখ, তৃতীয় বিপদ শীঘ্রই আসছে। আর সপ্তম স্বর্গদূত শঙ্খ বাজালেন; আর স্বর্গে উচ্চ স্বর শোনা গেল, বলতে লাগল, এই পৃথিবীর রাজ্যসমূহ আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের হয়ে গেছে; আর তিনি যুগে যুগান্তরে রাজত্ব করবেন। প্রকাশিত বাক্য ১১:১৪, ১৫।

প্রথম দুই বিপদের ইতিহাস চলাকালে, পূর্ব রোমের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল ১৪৫৩ সালে বিজিত হয়েছিল, আর পশ্চিমের পাপাল রোম ১৭৯৮ সালে তার প্রাণঘাতী আঘাত পেয়েছিল। 'ধর্মত্যাগী এক চার্চের চাবুক' নাগরিক ও ধর্মীয়—উভয় রোমকেই নতজানু করেছিল। আধুনিক রোমের ত্রিবিধি ঐক্য যুক্তরাষ্ট্রে শীঘ্র আসন্ন রবিবার আইনেই সম্পন্ন হবে।

> "যুক্তরাষ্ট্রের প্রোটেস্ট্যান্টরা গহ্বরের ওপার পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে আত্মবাদের হাত ধরতে সবার আগে থাকবে; তারা অতল গহ্বর পেরিয়ে রোমান শক্তির সঙ্গে হাত মেলাবে; এবং এই ত্রিমুখী ঐক্যের প্রভাবে, এই দেশে বিবেকের অধিকারের উপর পদদলনের ক্ষেত্রে রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।" দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ৫৮৮।

সেই সময়, তৃতীয় হায়ের ইসলাম আধুনিক রোমের বিরুদ্ধে রবিবারের উপাসনা বলবৎ করার জন্য ঈশ্বরের বিচার সম্পন্ন করবে, যেমন তিনি পৌত্তলিক রোম এবং পাপাল রোমের ক্ষেত্রেও করেছিলেন। পৌত্তলিক রোমের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম চারটি তূর্য ব্যবহার করেছিলেন, যাতে ৪৭৬ সালের মধ্যে পশ্চিম রোমের রাজধানীতে রোমান শাসনের অবসান ঘটে; কারণ ৪৭৬ সালের পর শহরের কোনো শাসকই রোমান বংশোদ্ভূত ছিলেন না। ১৪৫৩ সালের মধ্যে ইসলামের পঞ্চম তূর্য পূর্ব রোমের রোমান শাসনের অবসান ঘটায়। ১৭৯৮ সালের মধ্যে ইসলামের ষষ্ঠ তূর্যের ইতিহাসে ইউরোপের জাতিগুলির পূর্বতন দশ-ভাগ বিভাজনের ওপর পাপাল শাসনেরও অবসান ঘটে। রোমের ধর্মনিরপেক্ষ রাজত্ব—পশ্চিম ও পূর্ব উভয়ই—এবং রোমের ধর্মীয় রাজত্বের পতন ঘটে পৌত্তলিক সূর্যোপাসনা বলবৎ করার পরিণতিতে।

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ বিশেষভাবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়ে এসেছে; কিন্তু যখন তারা ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সীমিত করে, প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ত্যাগ করে, এবং পোপতন্ত্রকে সমর্থন দেয়, তখন তাদের অপরাধের পরিমাণ পূর্ণতা পাবে, এবং 'জাতীয় ধর্মত্যাগ' স্বর্গীয় গ্রন্থসমূহে নথিভুক্ত হবে। এই ধর্মত্যাগের ফল হবে জাতীয় ধ্বংস। Review and Herald, May 2, 1893.

ভাববাণীর ত্রিবিধি প্রয়োগ প্রথম দুই পরিপূর্তির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তার চূড়ান্ত পরিপূর্তির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের ইতিহাসে তৃতীয় হায় আগমন করেছিল। এটি প্রথমে ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর আগমন করেছিল, কারণ তৃতীয় হায় হলো সপ্তম তূর্য, এবং সেই তূর্য তখন থেকেই বাজতে শুরু করেছিল। কিন্তু প্রাচীন ইস্রায়েলের

মতো আধুনিক ইস্রায়েলও বিদ্রোহ বেছে নেয় এবং কাজ সমাপ্ত করার বদলে মরুপ্রান্তরে ঘোরাঘুরি এক সময়কাল ডেকে আনে। অতএব তৃতীয় স্বর্গদূতের সিলমোহর করার সময়কাল বিলম্বিত হয়, যতক্ষণ না ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তা আবার শুরু হয়।

> "চল্লিশ বছর ধরে অবিশ্বাস, অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ প্রাচীন ইস্রায়েলকে কানানের দেশে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিল। একই পাপসমূহ আধুনিক ইস্রায়েলের স্বর্গীয় কানানে প্রবেশকে বিলম্বিত করছে। কোনো ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলো দায়ী ছিল না। প্রভুর লোক বলে যারা নিজেদের দাবি করে, তাদের মধ্যকার অবিশ্বাস, জাগতিকতা, উৎসর্গের অভাব এবং কলহই আমাদেরকে পাপ ও দুঃখের এই পৃথিবীতে এত বহু বছর ধরে রেখেছে।" নির্বাচিত বার্তাবলী, বই ২, ৬৯.

ঈশ্বর পরিবর্তিত হন না, এবং তিনি উপলব্ধ আলো অনুযায়ী বিচার করেন। আধুনিক ইসরায়েলের কাছে প্রাচীন ইসরায়েলের তুলনায় বেশি উপলব্ধ আলো ছিল, এবং আমাদের জানানো হয়েছে "একই পাপ আধুনিক ইসরায়েলের স্বর্গীয় কানানে প্রবেশ বিলম্বিত করছে।" যদি আধুনিক ইসরায়েলের কাছ থেকে কেবল সেই আলোরই জবাবদিহি দাবি করা হতো, যার জন্য প্রাচীন ইসরায়েলের কাছ থেকে জবাবদিহি দাবি করা হয়েছিল, তবে তাতেই যথেষ্ট হতো; কিন্তু তাদের কাছে আরও বেশি আলো ছিল। অতএব, যদি "প্রাচীন ইসরায়েল"-কে "চল্লিশ বছর" "মরুভূমিতে" ঘুরে বেড়াতে বাধ্য করেছিল "একই পাপ", তবে ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহে আধুনিক ইসরায়েল কেবল "মরুভূমিতে" নির্বাসিতই হয়নি, বরং সেখানে মারা যাওয়াও ততটাই নিশ্চিতভাবে নিয়তি ছিল। তাদের "পাপ" তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজকে এখন পর্যন্ত বিলম্বিত করে রেখেছে।

> "স্বর্গদূত বললেন, 'তৃতীয় স্বর্গদূত তাদের স্বর্গীয় গোলার জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ করে বেঁধে দিচ্ছে, অথবা সিলমোহর করছে।' এই ছোট দলটি চিন্তায় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, যেন তারা কঠোর পরীক্ষা ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে গেছে। এবং মনে হলো যেন সূর্যটি মাত্রই মেঘের আড়াল থেকে উঠেছে এবং তাদের মুখমণ্ডলে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে, ফলে তারা বিজয়োল্লাসিত দেখাচ্ছিল, যেন তাদের বিজয় প্রায় অর্জিত হয়ে গেছে।" Early Writings, 88.

যে পাপগুলোর কারণে প্রাচীন ইসরায়েলকে মরুভূমিতে মৃত্যু বরণ করতে নির্বাসিত করা হয়েছিল, সেই একই পাপগুলো তৃতীয় স্বর্গদূত, যিনি ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর আগমন করেছিলেন, তাঁর কাজ বিলম্বিত করছে।

> "যিশু অতিপবিত্র স্থানের দরজা খুলে দেওয়ার পর, বিশ্রামদিনের আলো প্রকাশ পেল, এবং ঈশ্বরের লোকেরা পরীক্ষিত হলেন, যেমন প্রাচীনকালে ইস্রায়েলের সন্তানরা পরীক্ষিত হয়েছিল, এ দেখার জন্য যে তারা ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করবে কি না। আমি দেখলাম তৃতীয় স্বর্গদূত উর্ধ্বদিকে ইঙ্গিত করছেন, যাঁরা নিরাশ হয়েছিলেন, তাঁদের স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের অতিপবিত্র স্থানে যাওয়ার পথ দেখাচ্ছেন। তাঁরা যখন বিশ্বাসের দ্বারা অতিপবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন, তখন যিশুকে পান, এবং নতুন করে আশা ও আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আমি দেখলাম তাঁরা পেছনে ফিরে অতীত পর্যালোচনা করছেন—যিশুর দ্বিতীয় আগমনের ঘোষণার সময় থেকে শুরু করে, তাঁদের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় ১৮৪৪ সালে নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। তাঁদের নিরাশার কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং আনন্দ ও নিশ্চয়তা আবার তাঁদের উদ্দীপ্ত করে। তৃতীয় স্বর্গদূত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোকিত করছে, এবং তাঁরা জানেন যে ঈশ্বর সত্যই তাঁর রহস্যময় বিধান দ্বারা তাঁদের পরিচালিত করছেন।" প্রারম্ভিক রচনাবলী, পৃষ্ঠা ২৫৪।

তৃতীয় স্বর্গদূত হলেন মোহর আরোপকারী স্বর্গদূত, এবং তিনি ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর কাজ বিলম্বিত হয়েছিল সেই একই পাপের কারণে, যা প্রাচীন ইস্রায়েলকে মরুভূমিতে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছিল। ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের ফলে যে বিলম্ব ঘটেছিল, তা তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজেরই বিলম্ব ছিল, এবং অতএব মোহর আরোপ একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়েছে।

> "[গণনা ৩২:৬-১৫, উদ্ধৃত।] প্রভু ঈশ্বর একজন ঈর্ষান্বিত ঈশ্বর, তবুও তিনি এই প্রজন্মের তাঁর লোকদের পাপ ও অপরাধ সহ দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরছেন। যদি ঈশ্বরের লোকেরা তাঁর পরামর্শে চলত, তবে ঈশ্বরের কাজ অগ্রসর হত, সত্যের বার্তাসমূহ সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যেত। যদি ঈশ্বরের লোকেরা তাঁকে বিশ্বাস করত এবং তাঁর বাক্য পালনকারী হত, যদি তারা তাঁর আদেশসমূহ মানত, তবে সেই স্বর্গদূত স্বর্গমধ্যে উড়ে এসে সেই বার্তা নিয়ে চারজন স্বর্গদূতের কাছে যেত না—যারা পৃথিবীর উপর বইতে চার বাতাসকে মুক্ত করতে যাচ্ছিল—এই বলে চিৎকার করে, ‘ধর, ধর, চার বাতাসকে ধরে রাখো, যাতে তারা পৃথিবীর উপর না বয়, যতক্ষণ না আমি ঈশ্বরের দাসদের কপালে সীল বসাই।’ কিন্তু মানুষ যেমন প্রাচীন ইস্রায়েলের মতো অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অপবিত্র, সে কারণে সময় দীর্ঘায়িত হয়েছে, যাতে সবাই উচ্চ কণ্ঠে ঘোষিত শেষ দয়ার বার্তাটি শুনতে পায়। প্রভুর কাজ ব্যাহত হয়েছে, সীল দেওয়ার সময় বিলম্বিত হয়েছে। অনেকেই সত্য শোনেনি। কিন্তু প্রভু তাদের শোনার ও রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ দেবেন, এবং ঈশ্বরের মহান কাজ অগ্রসর হবে।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ১৫, ২৯২।

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তৃতীয় স্বর্গদূত আবার আগমন করলেন, এবং ১৮৬৩ সালের বিদ্রোহের পর থেকে বিলম্বিত হয়ে থাকা মোহরকরণের সময় আবার শুরু হলো। এটি ছিল তৃতীয় ‘হায়’, অর্থাৎ ইসলামের আগমন; যা একই সঙ্গে মোহরকরণের সময়ের সূচনাকে চিহ্নিত করা সপ্তম তূর্যও বটে। মোহরকরণের সময় শুরু হয়েছিল ১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনের সঙ্গে, যখন সপ্তম তূর্য বেজে উঠতে শুরু করেছিল, কিন্তু সেই তূর্য বাধাগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়েছিল।

> আর আমি যে স্বর্গদূতকে সমুদ্রের উপর ও পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সে তার হাত স্বর্গের দিকে তুলল; এবং তিনি শপথ করলেন তার নামে, যিনি যুগানুগ যুগ ধরে জীবিত, যিনি স্বর্গ ও তাতে যা কিছু আছে, আর পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে, আর সমুদ্র ও তাতে যা কিছু আছে সৃষ্টি করেছেন, যে আর সময় থাকবে না; কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বরের দিনগুলোতে, যখন সে ধ্বনি করিতে শুরু করবে, তখন ঈশ্বরের রহস্য সম্পন্ন হবে, যেমন তিনি তাঁর দাস নবীদের কাছে ঘোষণা করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১০:৫–৭।

সপ্তম স্বর্গদূতের "কণ্ঠস্বর" হচ্ছে প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সেই স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর, যিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন যখন নিউ ইয়র্ক সিটির বিশাল ভবনগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

> এর পরে আমি স্বর্গ থেকে আর-এক স্বর্গদূতকে নেমে আসতে দেখিলাম; তাহার মহাশক্তি ছিল, এবং তাহার মহিমায় পৃথিবী আলোকিত হইল। আর সে প্রবল স্বরে মহাশব্দে ক্রন্দন করিয়া বলিল, মহৎ বাবিল পতিত হইয়াছে, পতিত হইয়াছে; এবং সে দুষ্ট আত্মাদের বাসস্থান, প্রত্যেক অপবিত্র আত্মার আস্তানা, এবং প্রত্যেক অপবিত্র ও ঘৃণিত পক্ষীর খাঁচা হইয়াছে। কারণ সমস্ত জাতি তাহার ব্যভিচারের ক্রোধমদিরা পান করিয়াছে, এবং পৃথিবীর রাজাগণ তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে, আর পৃথিবীর বণিকেরা

তাহার বিলাসিতার প্রাচুর্যে ধনবান হইয়াছে। প্রকাশিত বাক্য 18:1–3।

অবতীর্ণ পরাক্রান্ত স্বর্গদূতের "কণ্ঠ" স্বর্গদূতদের আদেশ দেয় চার বাতাস ধরে রাখতে—সেগুলোকে "ক্রুদ্ধ ঘোড়া" হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা শৃঙ্খল ছিঁড়ে মুক্ত হয়ে তার পথে মৃত্যু ও ধ্বংস ডেকে আনতে উদ্যত।

> "ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা তাঁর আদেশ পালন করে পৃথিবীর বাতাসগুলোকে আটকে রাখছে, যাতে সেই বাতাস পৃথিবীর উপর, সমুদ্রের উপর, বা কোনো গাছের উপর না বয়ে যায়, যতক্ষণ না ঈশ্বরের দাসদের কপালে সীলমোহর দেওয়া হয়। পরাক্রমশালী সেই স্বর্গদূতকে পূর্ব দিক থেকে (অথবা সূর্যোদয়ের দিক থেকে) উঠতে দেখা যায়। এই স্বর্গদূতদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালীর হাতে আছে জীবন্ত ঈশ্বরের সীল—অর্থাৎ তাঁরই, যিনি একমাত্র জীবন দিতে পারেন, যিনি কপালে চিহ্ন বা লিপি অঙ্কিত করতে পারেন—যাদের অমরত্ব, অনন্ত জীবন দান করা হবে। এই সর্বোচ্চ স্বর্গদূতের কণ্ঠেই ছিল চারজন স্বর্গদূতকে এই আদেশ দেওয়ার কর্তৃত্ব, যে তারা চার দিকের বাতাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে যতক্ষণ না এই কাজ সম্পন্ন হয়, এবং যতক্ষণ না তিনি তাদের মুক্ত করে দিতে আহ্বান জানান।" Testimonies to Ministers, 445.

যে স্বর্গদূত চারজন স্বর্গদূতকে বাতাস ধরে রাখতে আদেশ দেন, তিনিই প্রকাশিত বাক্যের আঠারোতম অধ্যায়ের সেই স্বর্গদূত যিনি তাঁর মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করেন, এবং তাঁর "প্রবল কণ্ঠস্বর" হল সপ্তম স্বর্গদূতের কণ্ঠস্বর।

> আর আমাদের বিবেচনা, সান্ত্বনা ও উৎসাহের জন্য প্রকাশিত বাক্য ৭-এ কী অসাধারণ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে! চার স্বর্গদূতকে পৃথিবীতে একটি কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু যিনি এর মুক্তিপণরূপে নিজেকে দান করে জগৎকে ক্রয় করেছেন, তাঁর কিছু নির্বাচিতজন আছে। কারা? যারা ঈশ্বরের সমস্ত আজ্ঞা পালন করে এবং যাদের মধ্যে যীশুর বিশ্বাস আছে।
>
> যোহনের দৃষ্টি আরেকটি দৃশ্যে আকৃষ্ট হলো: ‘আমি দেখলাম, পূর্বদিক থেকে আরেকজন স্বর্গদূত উঠছেন, যাঁর কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের ছাপ আছে’ (প্রকাশিত বাক্য ৭:২)। তিনি কে? চুক্তির দূত। তিনি সূর্যোদয়ের দিক থেকে আসেন। তিনি উচ্চ থেকে উদিত প্রভাত। তিনি জগতের আলো। ‘তাঁর মধ্যে জীবন ছিল; আর সেই জীবন ছিল মানুষের আলো’ (যোহন ১:৪)। যিশাইয় যাঁর সম্বন্ধে বলছেন, তিনি এইজন: ‘আমাদের জন্য এক শিশু জন্মাল, আমাদেরকে এক পুত্র দেওয়া হলো; আর শাসনভার থাকবে তাঁর কাঁধে; আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য, পরামর্শদাতা, পরাক্রান্ত ঈশ্বর, অনন্ত পিতা, শান্তির রাজপুত্র’ (যিশাইয় ৯:৬)। তিনি স্বর্গের স্বর্গদূতসেনার উপর কর্তৃত্ববিশিষ্ট একজনের মতো জোরে বললেন— যাদেরকে পৃথিবী ও সমুদ্রকে ক্ষতি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, তাদের উদ্দেশে বললেন, “আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপালে ছাপ না দেওয়া পর্যন্ত পৃথিবীকে, সমুদ্রকে বা গাছপালাকে ক্ষতি কোরো না” (প্রকাশিত বাক্য ৭:২, ৩)।
>
> এখানে ঐশ্বরিক ও মানবীয় একীভূত হয়েছে। চারজন স্বর্গদূতকে আদেশ দেওয়া হয় যে তারা তাঁর আহ্বান না পাওয়া পর্যন্ত চার দিকের বাতাসকে রোধ করে রাখবে। সমগ্র অধ্যায়টি পড়ুন। ‘ক্ষতি করো না’—এই আহ্বান উচ্চারণ করেন পুনঃস্থাপক, মুক্তিদাতা।
>
> "বিচার ও ক্রোধ একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মাত্র অল্প সময়ের জন্য সংযত রাখা হওয়ার কথা ছিল। সেই বার্তা—সতর্কতা ও করুণার শেষ বার্তা—স্বার্থপর অর্থপ্রেম, আরামের প্রতি স্বার্থপর ভালোবাসা এবং যে কাজটি করা

> প্রয়োজন তা করতে মানুষের অযোগ্যতার কারণে তার কাজ সম্পাদনে বিলম্বিত হয়েছে। যিনি তাঁর মহিমায় পৃথিবীকে আলোকিত করবেন সেই স্বর্গদূত অপেক্ষা করছেন এমন মানবীয় মাধ্যমের জন্য, যাদের মাধ্যমে স্বর্গের আলো ছড়াতে পারে; এবং তারা এভাবে সহযোগিতা করে তার পবিত্র ও গম্ভীর গুরুত্বসহ সেই বার্তাটি দিতে, যা বিশ্বের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।" ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ১৫, ২২২।

তৃতীয় স্বর্গদূত, যিনি খ্রীষ্ট, তিনিই সেই সীলমোহর দেওয়ার স্বর্গদূত, যিনি ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ আগমন করেছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের অবাধ্যতার কারণে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীলমোহরিত করার তাঁর কাজ ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে। তারপর তৃতীয় 'হায়'-এর ইসলাম নিউ ইয়র্কের মহা ভবনগুলো ধসিয়ে দিল, এবং সীলমোহর প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হলো। সে সময় জাতিসমূহ 'ক্রুদ্ধ হল, তবু দমিয়ে রাখা হল'। প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের প্রথম কণ্ঠটি হল সেই কণ্ঠ, যা চারজন স্বর্গদূতকে ধরে রাখতে আদেশ করে, যখন ঈশ্বরের লোকদের সীলমোহর দেওয়া হচ্ছে।

যিশু সর্বদা শেষটিকে শুরুর মাধ্যমে চিত্রিত করেন, এবং ১৯৯৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় 'Woe'-এর ইসলাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উত্তর টাওয়ারের ভূগর্ভস্থ পার্কিং গ্যারেজে একটি ট্রাক বোমা বিস্ফোরিত করে। বিস্ফোরণে ভবনটিতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়, ছয়জনের মৃত্যু হয় এবং এক হাজারেরও বেশি মানুষ আহত হন। যদিও হামলাটি টাওয়ারগুলোকে ধসিয়ে দিতে পারেনি, তবে এটি যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে একটি বড় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছিল এবং ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর ঘটনাগুলোর ইঙ্গিত দিয়েছিল।

মোহরকরণের সময়কাল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ শুরু হয়েছিল, তবে শুরু হওয়ার আট বছর আগে এ বিষয়ে একটি পূর্বসতর্কতা ছিল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইসলামি আক্রমণটি মোহরকরণের সময়কাল সমাপ্তির একটি পূর্বসতর্কতা। তৃতীয় 'হায়'-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য প্রথম দুই 'হায়'-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের প্রারম্ভিক পদগুলোতে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে মোহর করার বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে।

পরবর্তী নিবন্ধে আমরা সেই বিষয়টি বিবেচনা করব।

> যদি এমন দৃশ্য আসতে চলেছে, যদি দোষী বিশ্বের ওপর এমন ভয়ঙ্কর বিচার নেমে আসে, তবে ঈশ্বরের লোকদের আশ্রয় কোথায় থাকবে? রোষ কেটে যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা কীভাবে সুরক্ষিত থাকবেন? যোহন দেখেন যে প্রকৃতির উপাদানসমূহ—ভূমিকম্প, ঝড়ঝঞ্ঝা, এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষ—চারজন স্বর্গদূতের দ্বারা ধরে রাখা অবস্থায় দেখানো হয়েছে। ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিতে বাক্য না দেওয়া পর্যন্ত এই বায়ুগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকে। সেখানেই ঈশ্বরের মণ্ডলীর নিরাপত্তা। ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা তাঁর আদেশ পালন করেন, পৃথিবীর বায়ুগুলোকে আটকে রাখেন, যেন বায়ু না বইতে পারে পৃথিবীর ওপর, না সমুদ্রের ওপর, না কোনো বৃক্ষের ওপর, যতক্ষণ না ঈশ্বরের দাসদের কপালে মোহর দেওয়া হয়। এক প্রবল স্বর্গদূতকে পূর্ব দিক থেকে (অথবা সূর্যোদয়ের দিক থেকে) উঠে আসতে দেখা যায়। স্বর্গদূতদের মধ্যে এই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালীটির হাতে জীবন্ত ঈশ্বরের মোহর আছে—অর্থাৎ তাঁরই, যিনি একমাত্র জীবন দিতে পারেন, যিনি কপালে সেই চিহ্ন বা লিপি উৎকীর্ণ করতে পারেন—যাদেরকে অমরত্ব, অনন্ত জীবন দান করা হবে। এই সর্বোচ্চ স্বর্গদূতেরই কণ্ঠে এমন কর্তৃত্ব ছিল যে তিনি চার স্বর্গদূতকে আদেশ দিলেন এই কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত চার বায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, এবং যতক্ষণ না তিনি তাদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

যারা জগত, মাংস এবং শয়তানকে জয় করে, তারা হবে প্রীতিভাজন, যারা জীবন্ত ঈশ্বরের মোহর গ্রহণ করবে। যাদের হাত শুচি নয়, যাদের হৃদয় বিশুদ্ধ নয়, তাদের উপর জীবন্ত ঈশ্বরের মোহর থাকবে না। যারা পাপের পরিকল্পনা করছে এবং তা কর্মে পরিণত করছে, তাদেরকে বাদ দেওয়া হবে। শুধু তারাই, যারা ঈশ্বরের সামনে এমন মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়েছে যে মহান প্রতিরূপী প্রায়শ্চিত্তের দিনে অনুতাপ করে নিজেদের পাপ স্বীকারকারীদের অবস্থান গ্রহণ করছে, তারাই ঈশ্বরের রক্ষার যোগ্য বলে স্বীকৃত ও চিহ্নিত হবে। যারা দৃঢ়ভাবে তাদের ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের জন্য চেয়ে থাকে, অপেক্ষা করে ও প্রহর গোনে—ভোরের অপেক্ষায় যারা থাকে তাদের চেয়েও অধিক আন্তরিকতা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—তাদের নাম মোহরপ্রাপ্তদের মধ্যে গণনা করা হবে। যারা, সত্যের সমগ্র আলো তাদের আত্মার উপর ঝলসে পড়ছে সত্ত্বেও, তাদের ঘোষিত বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ করা উচিত ছিল, কিন্তু পাপে প্রলুব্ধ হয়ে, হৃদয়ে মূর্তি স্থাপন করে, ঈশ্বরের সামনে নিজের আত্মাকে কলুষিত করে, এবং যারা তাদের সঙ্গে পাপে যুক্ত হয় তাদেরও অপবিত্র করে, তাদের নাম জীবনের পুস্তক থেকে মুছে ফেলা হবে, এবং তারা মধ্যরাত্রির অন্ধকারে ফেলে রাখা হবে; তাদের প্রদীপের পাত্রে কোনো তেল থাকবে না। 'যারা আমার নামকে ভয় করে, তাদের জন্য ধার্মিকতার সূর্য তাঁর ডানায় আরোগ্য নিয়ে উদয় হবে।'

"ঈশ্বরের দাসদের এই সীলকরণটি সেই একই, যা ইহিজেকিয়েলকে দর্শনে দেখানো হয়েছিল। যোহনও এই অত্যন্ত চমকপ্রদ প্রকাশের সাক্ষী ছিলেন। তিনি সমুদ্র ও ঢেউয়ের গর্জন দেখেছিলেন, আর ভয়ে মানুষের হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তিনি দেখেছিলেন, পৃথিবী কেঁপে উঠছে, এবং পাহাড়সমূহ সমুদ্রের মাঝখানে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে (যা আক্ষরিক অর্থেই ঘটছে); তার জল গর্জন করছে ও উত্তাল, আর জলস্ফীতিতে পাহাড়সমূহ কাঁপছে। তাঁকে দেখানো হয়েছিল যে বালা, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু তাদের ভয়াবহ কর্তব্য সম্পাদন করছে।" Testimonies to Ministers, 445.